রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৪৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩১, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭১৫—৭২০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪১৫—১৪৩৬
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪১—২৫২
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৯১—১৪২৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৭১
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ (১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১২ ভাদ্র ১৪২০/২৭ আগস্ট ২০১৩

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৩-৩১৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ১২-৭-২০১১ তারিখের ০৫.১৩১.০১৯. ০২.০১.০০১.২০১১-৮১৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে বদলী করা হলে উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যোগদান না করে ইচ্ছাকৃত কর্মহীনভাবে থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রায় ০১ বছর ০৬ মাস যাবৎ বেতন ভাতা গ্রহণ করায় তাঁকে ১৮-৬-২০০৯ তারিখের সম/উনি-২(উস)-০১/২০০৯(অংশ)-৭৫১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে পুনরায় অর্থ বিভাগে উপসচিব হিসেবে বদলিপূর্বক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সেখানেও তিনি যোগদান না করে কোন প্রকারের যোগাযোগ ব্যতীত দীর্ঘদিন কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকায় এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৩-৯-২০১০ তারিখের ০৫.১৩১.০০০.০০.০০.০৬৩.২০০৬-১০৩৪ নং স্মারকে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করায় সে সময় তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেন এবং স্ত্রী ও সন্তানকে ভরণপোষণ না দিয়ে অন্যত্র বসবাস করছেন মর্মে স্ত্রী বেগম জামিলা আখতার মিতা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে গত ২৬-১২-২০১২ তারিখে লিখিতভাবে অভিযোগ করায় তাঁর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের গত ০৫-০২-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮০. ০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৩-৪২ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করায় গত ১৮-৪-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২) আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সৈয়দ জগলুল পাশা, পরিচালক (যুগ্মসচিব), প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২)-এর বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত বদলী আদেশ প্রতিপালন না করে কাজে যোগদান করেননি এবং কর্মহীন থেকে বেতন-ভাতাদি নিয়মিতভাবে উত্তোলন করেছেন, স্ত্রীকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা ও ভরণ-পোষণ না করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধিমতে তাঁকে "চাকুরী হতে অপসারণ" (Removal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২)-কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা যথাসময়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করে জবাবে তাঁর আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে সরকারি আদেশ-নির্দেশসহ দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সচেষ্ট হওয়ার ও পারিবারিক ভুল বুঝাবুঝি নিরসনকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণসহ স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর স্ত্রী অভিযোগকারী বেগম জামিলা আখতার বানুও তাঁদের পারিবারিক ভুল বুঝাবুঝির অবসানসহ স্বামী কর্তৃক ভরণ-পোষণ প্রদান করা হচ্ছে উল্লেখ করে তাঁর আনীত অভিযোগ প্রত্যাহারসহ অভিযুক্তকে শেষবারের মত ক্ষমা করার আবেদন করেছেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বর্ণিত অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষ্য প্রমাণ, তাঁর স্ত্রীর আবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে পূর্বে গৃহীত দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের আংশিক পরিবর্তন করে "চাকুরী হতে অপসারণ" (Removal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের পরিবর্তে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) অনুযায়ী "আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত" (Reduction to a lower stage in the time-scale for two years) করার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তিনি দণ্ডের মেয়াদ অন্তে বেতন স্কেলের বর্তমান ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর দণ্ড বলবৎ থাকাকালীন সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৭ ভাদ্র, ১৪২০/১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

নং ০৫.১৮০.০২৭.০১.০০.০১২.২০১৩-৩৪০—যেহেতু, জনাব জ্যোতির্ময় পাল (৩৪৪৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে গত ১৪-১২-২০০৪ তারিখের সম/উনি-২(উঃসঃ)-১৬৯/২০০৪-১১৯৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনের উদ্দেশ্যে ২০-১২-২০০৪ তারিখ থেকে অথবা ছুটি ভোগের তারিখ থেকে ০২ (দুই) মাসের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুর করা হলে তিনি উক্ত ছুটি গ্রহণ করে গত ২৫-১২-২০০৪ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন;

যেহেতু, গত ২৪-২-২০০৫ তারিখে তাঁর উক্ত ছুটির মেয়াদ শেষে কর্মস্থলে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি ১৬-২-২০০৫ তারিখে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে গত ২৫-২-২০০৫ তারিখ হতে ২৪-৬-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ (চার) মাস অর্জিত (বহিঃ বাংলাদেশ) ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করলে এ মন্ত্রণালয়ের উনি-২ শাখার ২৪-৩-২০০৫ তারিখের সম/উনি-২(উঃসঃ)-১৬৯/২০০৪-৩১৩ নং স্মারকে বহিঃ বাংলাদেশ ছুটিতে বিদেশ গিয়ে ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন করা বিধিসম্মত নয় বিধায় আবেদন বিবেচনার কোন সুযোগ নেই মর্মে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় এবং ২-৪-২০০৫ তারিখের সম/উনি-২(উঃসঃ)-১৬৯/২০০৪-৪৬৭ নং স্মারকে অতিসত্ত্বর তাঁকে দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিগত ২৫-২-২০০৫ তারিখ থেকে ৮ (আট) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী গত ২৫-১২-২০০৪ তারিখ থেকে ছুটিসহ একাধিক্রমে ৮ (আট) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় গত ২৫-১২-২০০৯ তারিখে কেন তাঁর চাকুরির অবসান হবে না সে বিষয়ে তাঁকে এ মন্ত্রণালয়ের ১২-৩-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০. ০১২.২০১৩-১০৬ নং স্মারকে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তাঁর যুক্তরাষ্ট্রস্থ বর্তমান ঠিকানায় কূটনৈতিক ব্যাগে এবং স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে (এ.ডি) পত্র দেয়া হলেও তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জনাব প্রদান করেননি;

সেহেতু, জনাব জ্যোতির্ময় পাল (৩৪৪৯) গত ২৫-১২-২০০৪ তারিখ থেকে ছুটিসহ একাধিক্রমে ৮ (আট) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে গত ২৫-১২-২০০৯ তারিখে তাঁর চাকুরীর অবসান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ ভাদ্র ১৪২০/২৫ আগস্ট ২০১৩

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১২-৩০২—যেহেতু, জনাব মোঃ লোকমান আহাম্মদ (১৫৬৪০), সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী গত ২৪-১০-২০১১ তারিখ হতে গত ১০-১২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত গোয়ালন্দ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী

(শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১০-৫-২০১২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং গত ১৫-৭-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেগম রুহী রহমান (৫৩৬৪), উপসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তিনি গত ২-৯-২০১২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টিকরণের জন্য পুনরায় তদন্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হলে তিনি গত ৮-৪-২০১৩ তারিখে দ্বিতীয় প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনদ্বয়ে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগসমূহের সত্যতা পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ করলেও মাননীয় আইন প্রতিমন্ত্রীর প্রটোকল পালনে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্ব-বিরোধী বক্তব্য প্রদান; স্থানীয় জনসাধারণের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করার বিষয়সমূহ "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৫-৫-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১২-১৫০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর ১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার (Withholding of one increment for one year) লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়। উক্ত লঘু দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে আপীল আবেদন করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে উক্ত দণ্ড হ্রাস করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) অনুসারে তিরস্কার সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ লোকমান আহাম্মদ (১৫৬৪০), সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আরোপিত ১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড হ্রাস করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) অনুসারে তিরস্কার সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ দণ্ডাদেশ তাঁর ডোসিয়ারে সংরক্ষিত থাকবে এবং এ আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

মাঠ প্রশাসন-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২০/২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.২৭.০৫৬.১১-২৮০—যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব) জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (১৬৩২৪), সহকারী কমিশনার (প্রাক্তন ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত) হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জে কর্মরত থাকাকালে দুর্নীতির মাধ্যমে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ পরিশোধ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিসি ভাউচার, এওয়ার্ড বই, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সরিয়ে গোপন করেন;

এবং সরকারি খাস জমি, গেজেটে তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি এবং জেলা পরিষদের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে নির্মিত ঘরবাড়ি, গাছপালা, অবকাঠামো ইত্যাদির অর্থ দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদান করে সরকারের ১,৯৫,২৬,০৬৫/৩৫ (এক কোটি পচাঁনব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পয়ষট্টি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) কম/বেশী ক্ষতি সাধন করেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন;

এবং যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার মতিন (১৬৩২৪) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) অনুযায়ী সরকারি চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হলো।

চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৮০.৪০১.০৩৫.০০.০০.১৮৪.২০১৩-৯৫০—২৯তম বি সি এস পরীক্ষায় তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে বাতিলকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর তথ্য কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ার অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী এরূপ গুরুতর এবং অন্তর্ঘাতমূলক অপরাধের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রধান মনোবিজ্ঞানী [বর্তমানে পরিচালক (ইউনিট-১২)] বেগম রওশন আরা জামান-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৮০.৪০১.০৩৫.০০.০০.১৮৪.২০১৩-৯৫১—২৯তম বি সি এস পরীক্ষায় তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে বাতিলকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর তথ্য কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করার জন্য ভুল তথ্য প্রেরণের অভিযোগে এবং গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী এরূপ গুরুতর এবং অন্তর্ঘাতমূলক অপরাধের জন্য

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আশ্বিন ১৪২০/৭ অক্টোবর ২০১৩

নং **৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-১৪১৪**—শরীয়তপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আবুল হোসেন সরদার গত ৪-৯-২০১৩ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩৩(১)(চ) উপ-ধারামতে গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে সরকার উল্লিখিত তারিখ হইতে শরীয়তপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপ-সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-১

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪২০/ ২৯ আগস্ট ২০১৩

নং **ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২(অংশ-১)-২৩০/১**— ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এল.এ কেস নং- ১০/৬৩-৬৪ এর মাধ্যমে গুলশান থানাধীন ভোলা মৌজার সি.এস ৩৮৪, ৩৬৮, ৩৬৭, ৩৬৯ ও ৪৫৭ নং দাগের হুকুম দখলের প্রস্তাবিত ১.৯২৭৮ একর জমি যাহা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৩-১০-১৯৯৯ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-৩৬৯১ নং স্মারক অনুসারে বিগত ১১-১১-১৯৯৯ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের ৪৬০ ও ৪৬১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত ১.৯২৭৮ একর জমির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে ভুলবশতঃ "অধিগ্রহণ" করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া ও ভুলবশতঃ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেসভুক্ত সম্পত্তির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে "অধিগ্রহণ" শব্দ লিখিয়া প্রত্যাহার করা হইয়াছিল মর্মে গেজেটটিতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উপরিল্লিখিত ভুলের বিষয়টি একাধিক ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উপরিল্লিখিত গেজেট-এ বর্ণিত সম্পত্তি ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেসের মাধ্যমে কোন প্রকার অধিগ্রহণ হয় নাই। উক্ত গেজেটটিতে বর্ণিত ভুল ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৩-১০-১৯৯৯ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-৩৬৯১ নং স্মারক অনুসারে বিগত ১১-১১-১৯৯৯ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ৪৬০ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নিম্ন বর্ণিত মতে অর্থাৎ উক্ত ১১-১১-১৯৯৯ ইং তারিখে প্রকাশিত গেজেট এর ২য় লাইনে 'অনুসারে' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম গ্রহণ" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেটের ৪৬১ নং পৃষ্ঠার ২য় লাইনে 'সরকার' শব্দের পর "১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক" শব্দসমূহ কর্তন হইবে এবং উক্ত বাংলাদেশ গেজেট এর ৪৬১ নং পৃষ্ঠার ৩য় লাইনে 'কেসটির' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেট এর ৪৬১ নং পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে 'এতদ্বারা' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়া সংশোধিত হইবে।

অত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হলো।

নং **ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২(অংশ-১)-২৩০/২**—ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এল.এ কেস নং- ১০/৬৩-৬৪ এর মাধ্যমে গুলশান থানাধীন ভোলা মৌজার সি. এস ২৬৭, ৩৬৮ নং দাগের অংশ বিশেষ হুকুম দখলের প্রস্তাবিত ০.৩০২২ একর জমি যাহা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ০১-০৮-২০০০ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-৪৫২ নং স্মারক অনুসারে বিগত ১০-০৮-২০০০ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ৩১১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি এর মাধ্যমে উক্ত ০.৩০২২ একর জমির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে ভূলবশতঃ "অধিগ্রহণ" করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া ও ভূলবশতঃ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেস ভূক্ত সম্পত্তির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে "অধিগ্রহণ" শব্দ লিখিয়া প্রত্যাহার করা হইয়াছিল মর্মে গেজেটটিতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উপরিল্লিখিত ভূলের বিষয়টি একাধিক ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উপরিল্লিখিত গেজেট-এ বর্ণিত সম্পত্তি ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেসের মাধ্যমে কোন প্রকার অধিগ্রহণ হয় নাই। উক্ত গেজেটটিতে বর্ণিত ভুল ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ০১-০৮-২০০০ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-৪৫২ নং স্মারক অনুসারে বিগত ১০-৮-২০০০ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ৩১১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নিম্ন বর্ণিত মতে অর্থাৎ উক্ত ১০-৮-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত গেজেট এর ২য় লাইনে 'অনুসারে' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম গ্রহণ" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেটের একই পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে 'সরকার' শব্দের পর "১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক" শব্দসমূহ কর্তন হইবে এবং উক্ত গেজেট এর একই পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে 'কেসটির' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেট এর একই পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনে 'এতদ্বারা' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়া সংশোধিত হইবে।

অত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হলো।

নং **ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২(অংশ-১)-২৩০/৩**—ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এল.এ কেস নং- ১০/৬৩-৬৪ এর মাধ্যমে গুলশান থানাধীন ভোলা মৌজার সি.এস ১১৯, ২৬০, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৯, ২৮১, ২৮২, ৩৬০, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬১, ৪৮৭ ও ৪৮৮ নং দাগের হুকুম দখলের প্রস্তাবিত ১৪.৬৮৪২ একর জমি যাহা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩০-০৭-২০০১ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-২১৮/১(২) নং স্মারক অনুসারে বিগত ০২-০৮-২০০১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ৭৩৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি এর মাধ্যমে উক্ত ১৪.৬৮৪২ একর জমির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে ভূলবশতঃ "হুকুম দখল" করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া ও ভূলবশতঃ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেসভুক্ত সম্পত্তির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে "হুকুম দখল" শব্দ লিখিয়া প্রত্যাহার করা হইয়াছিল মর্মে গেজেটটিতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উপরিল্লিখিত ভুলের বিষয়টি একাধিক ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উপরিল্লিখিত গেজেট-এ বর্ণিত সম্পত্তি ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেসের মাধ্যমে কোন প্রকার অধিগ্রহণ হয় নাই। উক্ত গেজেটটিতে বর্ণিত ভুল ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩০-০৭-২০০১ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-২১৮/১(২) নং স্মারক অনুসারে বিগত ০২-০৮-২০০১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ৭৩৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নিম্ন বর্ণিত মতে অর্থাৎ উক্ত ০২-০৮-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত গেজেট এর ২য় লাইনে 'দখল' শব্দের পর "কার্যক্রম গ্রহণ" শব্দটি বসিবে/স্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেটের একই পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে 'সরকার' শব্দের পর "১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক" শব্দসমূহ কর্তন হইবে এবং উক্ত গেজেটের একই পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনে 'দখল' শব্দের পর "কার্যক্রম" শব্দটি স্থাপিত হইয়া সংশোধিত হইবে।

অত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হলো।

নং **ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২(অংশ-১)-২৩০/৪**—ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এল.এ কেস নং- ১০/৬৩-৬৪ এর মাধ্যমে গুলশান থানাধীন ভোলা মৌজার সি.এস ৪৫৭ ও ৪৫৯ নং দাগের হুকুম দখলের প্রস্তাবিত ২.৩৫ একর জমি যাহা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৬-০১-২০০৩ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-৩৫ নং স্মারক অনুসারে বিগত ২৩-০১-২০০৩ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ২৯ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি এর মাধ্যমে উক্ত ২.৩৫ একর জমির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে ভূলবশতঃ "অধিগ্রহণ" করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া ও ভূলবশতঃ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেস ভূক্ত সম্পত্তির "হুকুম দখল কার্যক্রম" এর স্থলে "অধিগ্রহণ" শব্দ লিখিয়া প্রত্যাহার করা হইয়াছিল মর্মে গেজেটটিতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উপরিল্লিখিত ভূলের বিষয়টি একাধিক ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উপরিল্লিখিত গেজেট-এ বর্ণিত সম্পত্তি ১০/৬৩-৬৪ নং এল.এ কেসের মাধ্যমে কোন প্রকার অধিগ্রহণ হয় নাই। উক্ত গেজেটটিতে বর্ণিত ভুল ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৬-০১-২০০৩ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ঢাকা-১১/৯২-৩৫ নং স্মারক অনুসারে বিগত ২৩-০১-২০০৩ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর ২৯ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নিম্ন বর্ণিত মতে অর্থাৎ উক্ত ২৩-০১-২০০৩ ইং তারিখে প্রকাশিত গেজেট এর ৪র্থ লাইনে 'অনুসারে' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম গ্রহণ" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেটের একই পৃষ্ঠার ৭ম লাইনে অর্থাৎ ২য় দফার ৩য় লাইনে 'সরকার' শব্দের পর "১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ৮(বি) ধারা মোতাবেক" শব্দ সমূহ কর্তন হইবে এবং উক্ত গেজেট এর একই পৃষ্ঠার ৯ম লাইনে অর্থাৎ ২য় দফার ৫ম লাইনে 'কেসটির' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত গেজেট এর একই পৃষ্ঠার ১১তম লাইনে অর্থাৎ ৩য় দফার ১ম লাইনে 'এতদ্বারা' শব্দের পর "অধিগ্রহণ" শব্দটি কর্তন হইয়া তদস্থলে "হুকুম দখল কার্যক্রম" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়া সংশোধিত হইবে।

অত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিয়ার রহমান
উপ-সচিব

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২০ আগস্ট ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-২৭/২০১৩-৭৩৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব পরিতোষ কুমার দাস, পিতা মৃত হরেন্দ্র নাথ দাস, গ্রাম আন্দনগর, ডাকঘর বহরপুর ইউ, পি ইসলামপুর, উপজেলা বালিয়াকান্দি, জেলা রাজবাড়ী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৭/২০১৩-৭৩৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব নিরঞ্জন কুমার বাড়ৈ, পিতা মৃত জগদীশ চন্দ্র বাড়ৈ, গ্রাম বিনোদপুর, পোঃ রাজবাড়ী, উপজেলা রাজবাড়ী সদর, জেলা রাজবাড়ী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৭/২০১৩-১০৫৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব আশীষ কুমার দত্ত, পিতা দুলাল চন্দ্র দত্ত, গ্রাম জয়রামপুর, ডাকঘর বসুন্দিয়া, উপজেলা বাঘারপাড়া, জেলা যশোর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রদ্ধতিতে যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১১ নভেম্বর ১৯৯৯

নং ৭৯১-বিচার-৭/২এন-১৬/৮৮—নির্দেশিত হইয়া জানানো যাইতেছে যে, টাংগাইল জেলার নাগরপুর থানার মামুদ নগর ইউনিয়নে জনাব মোঃ আবুল কালাম, পিতা মোঃ আবদুছ সোবহান, গ্রাম শুনসী, পোঃ গংবাইজোড়া, থানা নাগরপুর, জেলা টাংগাইল-কে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিকাহ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদান করিবার জন্য সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল।

এ,টি,এম, মুসা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৯

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৭ কার্তিক ১৪২০/২২ অক্টোবর ২০১৩

নং শাঃ-৯/সঃকঃ-১৯/২০১৩/৫১৭—নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলাধীন "লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়" টি ১১-১০-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

নং শাঃ-৯/সঃকঃ-১১/২০১২/৫১৬—টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন "ইব্রাহীম খাঁ কলেজ" টি ১১-১০-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

নং শাঃ-৯/সঃকঃ-১৮/২০১৩/৫১৮—ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন "চরফ্যাশন কলেজ" টি ১১-১০-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

নং শাঃ-৯/সঃকঃ-১০/২০১২/৫১৯—ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলাধীন "নগরকান্দা মহাবিদ্যালয়" টি ১১-১০-২০১৩ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাকিউন নাহার বেগম
উপ-সচিব।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রশাসন-০৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ কার্তিক ১৪২০/২৮ অক্টোবর ২০১৩

নং ৫২.০০৭.০১২.০০.০০.৩২৪.২০০৬-৩১৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯-১১-১৯৯৪ খ্রিঃ, নং সম(বিধি-২)পদোন্নতি-২৭/৯৪-১৬৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর টেকনিক্যাল অপারেটর এর ৩য় শ্রেণীর পদটি ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হলো এবং উক্ত পদে কর্মরত টেকনিক্যাল অপারেটর জনাব আব্দুল হান্নান খানকে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত তারিখ হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হল ঃ

কর্মকর্তার নাম	পদবী	দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার তারিখ	বেতনস্কেল
জনাব আব্দুল হান্নান খান	টেকনিক্যাল অপারেটর	১৯-১১-১৯৯৪	জাতীয় বেতনস্কেল '৯১ অনুযায়ী টাঃ ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–ইবি–১২৫×১১–৪৪৮০

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. জে. এম সালাহ্উদ্দিন নাগরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।